তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর : ৮৩৪

**এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং সুপেয় পানি**

**ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণে কাজ করছে সরকার**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় এবং এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সরকার নানা রকমের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে বেশ কিছু প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সহায়ক হবে।

আজ ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে ক্লাইমেট পার্লামেন্ট বাংলাদেশ আয়োজিত "টেকসই পানি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য শক্তিশালী স্থানীয় সরকার" শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এতে বাংলাদেশের সংসদ সদস্য ছাড়াও ভারত ও নেপালের সংসদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, নারায়ণগঞ্জের পাগলায় স্থাপিত পয়ঃশোধানাগার প্রকল্পে ক্ষমতা ১২০ এমএলডি থেকে বৃদ্ধি করে ২০০ এমএলডি করার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। দাসেরকান্দি পয়ঃশোধানাগার প্রকল্প যা ৫০০ এমএলডি ক্ষমতা সম্পন্ন বর্তমানে চলমান রয়েছে। এছাড়াও ঢাকা উত্তরের জন্য উত্তরা ক্যাচমেন্ট, ঢাকা পশ্চিমের জন্য মিরপুর ক্যাচমেন্ট ও রায়ের বাজার ক্যাচমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়িক হলে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ ও ৬.৩ পূরণে সহায়ক হবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম এ সময় চাষাবাদের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, কৃষিকাজে পানি সরবরাহের জন্য সৌর বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে তা টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও গৃহস্থালি বর্জ্য আলাদা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে যে পরিমাণ ই-বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে তারও সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য। তিনি বলেন, দেশে প্রচুর পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে যা সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

#

হেমায়েত/আরমান/মোশারফ/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩৩

**হাপাতালগুলোর মানুষের আরো আস্থা অর্জনে কাজ করা প্রয়োজন**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৪ ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। এর সুফল যেন সাধারণ মানুষ পায় এবং ডাক্তার ও হাসপাতালের ওপর যাতে মানুষ আরো আস্থা স্থাপন করতে পারে সেজন্য এসবের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের আরো কিছু কাজ করা প্রয়োজন।

আজ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলে দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশকে একটি সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে চাই। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবায় যুক্তদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ড. হাছান বলেন, 'আমাদের সরকার স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গত প্রায় ১৫ বছরে সরকারি বেসরকারি বহু মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেছে। সারাদেশে প্রায় ১২ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে, প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক। এসব কমিউনিটি ক্লিনিকে ৩০ প্রকারের ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এটি আশপাশের দেশ ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কাসহ কোথাও নেই। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এসব কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে বিধায় স্বাধীনতার পর আমাদের গড় আয়ু যেখানে ছিল ৩৯ বছর সেটি এখন ভারত পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে ৭৩ বছরে উন্নিত হয়েছে।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ডাক্তাররা অনেক মেধাবী। কিন্তু বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ক্লিনিকের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের প্রবৃত্তি আমাদের চিকিৎসাসেবা এবং ডাক্তারদের উপর আস্থাহীনতা তৈরি করছে এবং সাধারণ মানুষকে প্রচন্ড ভোগাচ্ছে। অনেক সময় শোনা যায়, রোগীকে আইসিইউতে দেয়ার প্রয়োজন নেই, তবু দিয়ে রেখেছে। রোগী এমনিতেই মৃত্যুবরণ করবে, সেটাকে লাইফ সাপোর্টে দিচ্ছে। এরকম অহরহ ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ও ভূমিকা রাখতে পারে। এব্যাপারে সবচেয়ে প্রয়োজন সদিচ্ছার।'

এ সময় বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে জি-২০ সম্মেলনে যাচ্ছেন। জি-২০’র বর্তমান প্রেসিডেন্ট হচ্ছে ভারত। এই উপমহাদেশ থেকে আর কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, 'গতকাল রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে এসেছেন, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী আসবেন। কয়েকদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের নিরাপত্তা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের বহুমুখী সহযোগিতা এবং বহুমাত্রিক সম্পর্কের প্রমাণ হচ্ছে তাদের সাথে আমাদের নিরাপত্তা সংলাপ।'

ডেঙ্গু বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, দুর্মুখেরা বলে ডেঙ্গু যেমন মারাত্মক, বিএনপি তার চেয়েও মারাত্মক। এডিস মশা কামড়ায় আর বিএনপি মানুষ পোড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর চেয়ে বিএনপি মারাত্মক। তারা এখন ডেঙ্গু নিয়েও অপপ্রচার শুরু করেছে।

তিনি বলেন, বিএনপির কথায় মনে হচ্ছে এডিস মশার জন্য আওয়ামী লীগ দায়ী। মশা আওয়ামী লীগ, বিএনপি চেনে না। আমাদের সরকার ও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং জনগণের সচেতনতায় আমরা ডেঙ্গুকে সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারবো, যেভাবে করোনাকে মোকাবেলা করেছি।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ম্যানেজিং ট্রাস্টি মোহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা দেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খাঁন, ট্রাস্টি বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সৈয়দ মোঃ মোরশেদ হোসেন এবং অধ্যক্ষ প্রফেসর অসীম বড়ুয়া।

#

আকরাম/আরমান/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩২

**ভাঙন প্রতিরোধে কাজ করেছে সরকার**

 **-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ২৪ ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর) :

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত বাংলাদেশের নদী শাসন ও স্থায়ীভাবে ভাঙন প্রতিরোধে পরিকল্পিতভাবে কাজ শুরু করেছে শেখ হাসিনার সরকার। বিভিন্ন এলাকায় নদীরক্ষা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার প্রকল্প নিয়েও দিনরাত কাজ করে চলেছে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। পরিকল্পিত এসব প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে স্থায়ীভাবে নদী ভাঙন থেকে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলবাসী ও গোটা দেশের নদীপাড়ের বাসিন্দাদের রক্ষা করা সম্ভব হবে।

আজ বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়ন ও শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানের চলমান উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনকালে নদী তীরবর্তী মানুষের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ করছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি নদী ভাঙনের স্থায়ী প্রতিকারের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ১৪ বছরের অধিক সময়ে সারাদেশে নদী ভাঙন এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্যই এ দেশের এতো উন্নতি হয়েছে। তার জন্যই দেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারছে।

মতবিনিময় সভায় সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমান মধু, মহানগর আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদুল হক খান মামুনসহ বরিশাল সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/আরমান/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৩১

**বিতর্কের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ সৃষ্টি হয়**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৪ ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর):

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা উন্নত সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক রাষ্ট্র গঠন করতে চাই। আর বিতর্কের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ সৃষ্টি হয়। তাই বিতর্ক চর্চার বিকল্প নেই।

আজ বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রথম আন্তঃস্কুল ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। দেশের ৬৪ স্কুলের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজকে হারিয়ে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়।

মন্ত্রী বলেন, আগে এখানে বিতর্ক অনুষ্ঠান ছিল না, কারণ বিতর্কে অনেক সময় সরকারের সমালোচনা করা হয়। আমি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার পর টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুরু করি। কারণ সরকার সব সময় যুক্তিসংগত বিতর্ককে স্বাগত জানায়।

শিক্ষার্থীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে নিজেদের তৈরি হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ড. হাছান বলেন, এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগ। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সরকার ২০০৮ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন শুরু করে যা এখন বাস্তবায়িত। তারপরও আমাদের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার নূর আনোয়ার হোসেন রঞ্জুর সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার তোফায়েল ইসলাম, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক দৈনিক আজাদী সম্পাদক এম. এ মালেক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান সুকান্ত ভট্টাচার্য্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/আরমান/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২০৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৮৩০

**আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে বলেই কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়ন হচ্ছে**

 **-- পার্বত্য মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২৪ ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে বলেই কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গরিব ও অসহায়দের পাশে ছিল, আগামীতেও থাকবে। এই সরকারের আমলে দেশের গরিব ও অসহায়দের কল্যাণে সরকারের পর্যাপ্ত সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে এবং যার ফলে দেশ সমৃদ্ধির শিখরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আজ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অডিটোরিয়াম হলরুমে বান্দরবানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষি সরঞ্জাম, শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া ও শিক্ষা সামগ্রী এবং আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা কর্মসূচির আওতায় অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব সরকার দেশের কৃষকদের ভাগোন্নয়নে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকদের জীবন ও মান বাঁচিয়ে রাখতে সরকার কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদান করছে। তিনি বলেন, বান্দরবানের কৃষকরা বর্তমানে ধান কাটার মেশিন, পাওয়ার টিলার মেশিন, ধান মাড়াই মেশিন, পাওয়ার ফুট স্প্র্রে মেশিন, পানি পাম্ম মেশিন পাচ্ছে। এখানকার কৃষকরা এখন আধুনিক মেশিনগুলো চালানোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

অনুষ্ঠানের শেষে পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর সমবায় বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২২জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীর হাতে নিয়োগপত্র, ৯৮টি প্রতিষ্ঠানকে কম্বাইন হারভেস্ট ও পাওয়ায় টিলার, ৫৫টি প্রতিষ্ঠানকে ক্রীড়া, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সামগ্রীসহ বিভিন্ন অনুদানের চেক বিতরণ করেন।

পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, বান্দরবান জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ ফজলুর রহমান, বান্দরবান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো.শাহ আলম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কমকর্তা মো.আব্দুল্লাহ আল মামুন, বান্দরবান জেলা পরিষদের সদস্য লক্ষীপদ দাশ, মোজাম্মেল হক বাহাদুর, ফাতেমা পারুল, ইউএনডিপির জেলা ম্যানেজার খুশী রায় ত্রিপুরাসহ সরকারী বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/আরমান/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর : ৮২৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৪ ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এ সময় ৯৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১২ হাজার ৯৯৪ জন।

#

সুলতানা/আরমান/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৮

**সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাক্ষরতার বিকল্প নেই**

 **-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সাম্য ও সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশের শতভাগ নাগরিককে সাক্ষরতার আওতায় আনতে হবে।

আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (বিএনএফই) মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাই সমৃদ্ধ জীবনের চাবিকাঠি। শিক্ষাই আলোকিত আগামীর পথ দেখায়। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনি বলেন, ঝরে পড়া শিশুসহ বয়স্কদের সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার পাশাপাশি তাদের জীবিকায়নের সুযোগ তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে মন্ত্রণালয় বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক আবদুল করিম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত, বিএনএফই’র মহাপরিচালক ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ইউনেস্কোর ঢাকা অফিস ইনচার্জ সুজান ভাইজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোছাঃ নুরজাহান খাতুন।

 প্রসঙ্গত, প্রতিবছরের মতো এবারও বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য–‘Promoting Literacy for a World in transition : Building the foundation for sustainable Peaceful societies’ - পরিবর্তনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সাক্ষরতার প্রসার’।

#

মাহবুবুর/আরমান/মোশারফ/সেলিম/শামীম/২০২৩/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৮২৭

**আশিয়ান সম্মেলন শেষে সিঙ্গাপুর গেলেন রাষ্ট্রপতি**

ঢাকা, ২৪ ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর):

আসিয়ানের ৪৩ তম শীর্ষ সম্মেলন এবং ১৮তম ইস্ট এশিয়া সামিটে যোগদান শেষে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর গেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ।

রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সহধর্মিনী ড. রেবেকা সুলতানাসহ সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি সকালে জাকার্তার সূকর্ণ-হাত্তা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ত্যাগ করে।

ইন্দোনেশিয়ার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী আরিফিন তাশরিফ বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানান ।

আসিয়ানের চেয়ার ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর বিশেষ আমন্ত্রণে আসিয়ান এবং ইস্ট এশিয়া সামিটে যোগ দিতে ৪ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়া যান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। আসিয়ান ও ইস্ট এশিয়া সামিটে যোগদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

#

রাহাত/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২৩/১৪৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৮২৬

**বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৪ ভাদ্র (৮ সেপ্টেম্বর):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের মধ্যে গতকাল ঢাকায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন রাশিয়াকে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু উল্লেখ করে বলেন, দু’দেশের বন্ধুত্বের সূচনা হয়েছিল ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অনন্য ভূমিকার মাধ্যমে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক মস্কো সফর দু’দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি স্থাপন করে। বঙ্গবন্ধুর আহ্ববানে মুক্তিযুদ্ধের পর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন অপসারণের মাধ্যমে বন্দরটিকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী করতে সহায়তা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ২০১৩ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাশিয়ায় সরকারি সফরের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা এবং পরবর্তীতে দেশ গঠনে অবদান রাখতে পেরে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসূরি দেশ হিসেবে রাশিয়া গর্ব করে। তিনি দু’দেশের বর্তমান সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে দু’দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে রাশিয়া সরকার অত্যন্ত আগ্রহী। রাশিয়া বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি, খাদ্য ও সার সরবরাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। দু’দেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি নিয়েও আলোচনা করে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে রাশিয়ার সহযোগিতা কামনা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ বলেন, রাশিয়া নিয়মিতভাবে মায়ানমার সরকারের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছে এবং রাশিয়া ও মায়ানমারের মধ্যে আসন্ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি তিনি তুলে ধরবেন। এছাড়া, দু’পক্ষ ইউক্রেন যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা, জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে পারষ্পরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করে।আলোচনা শেষে দুই মন্ত্রী একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ দু’দিনের সরকারি সফরে গতকাল ঢাকায় পৌঁছালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। রাশিয়ার কোন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর।

#

মোহসিন/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা